দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ [illegible]
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৭

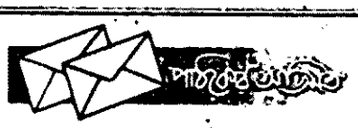

পাঠকের অভিমত

ঢাবিতে মাদ্রাসা ছাত্রদের প্রতি বৈষম্য সংবিধান বিরোধী

ইংরেজী না শিখে পিছিয়ে পড়া বাঙালী মুসলমানদের উন্নয়ন এবং ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১৯২১ সালে জন্ম হয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। তখন থেকে এখন পর্যন্ত এদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- অন্যায়, শোষণ আর বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সূতিকাগার; অধিকার আদায়ের সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল। ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন এবং সর্বশেষ ছাত্র-শিক্ষক মুক্তি আন্দোলন প্রতিটিতেই ছিল অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগান্তকারী ভূমিকা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, আজ খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে। ঢাবিই এখন ছাত্রছাত্রীদের অধিকার হরণ করছে- যা জাতির জন্য আজ চরম লজ্জার ও হতাশার এবং এটি সংবিধান বিরোধীও বটে। বেশ আগে থেকে বাংলা ও ইংরেজী এবং এ বছর থেকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে মাদ্রাসা থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। এটি অবশ্যই মাদ্রাসা থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের প্রতি অবজ্ঞা ও বৈষম্যমূলক আচরণ, তাদের অধিকার হরণের শামিল। মেধা তালিকায় ১ম হলেও শুধুমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে (আলিম) ২০০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজী না থাকার কারণে তারা এ বিষয়গুলোতে ভর্তি হতে পারছে না। সাংবাদিকতা বিভাগে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তি না করার প্রেক্ষাপট তৈরী হয় গত বছর ভর্তি পরীক্ষায় এ বিভাগে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ব্যাপক সাফল্যে। কিন্তু এর কারণ হিসেবে বাংলা ও ইংরেজী না পড়ার কারণে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা বাংলা ও ইংরেজীতে দক্ষ হিসেবে গড়ে উঠছে না, এটা ধোপে টিকবে না। কেননা ভর্তি পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজীতে ভাল ফলাফল করেই তারা এ বিষয়গুলোতে আসছে বা আসতে চাচ্ছে। আবার যদি বলা হয় কলেজে ২০০ নম্বরের এবং মাদ্রাসায় ১০০ নম্বরের বাংলা, ইংরেজী থাকা বৈষম্য তাই মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা এ বিষয়গুলোতে ভর্তি হতে পারবে না। তাও অযৌক্তিক। কেননা পরীক্ষায় ১০০ নাকি ২০০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজী থাকবে তা নির্ভর করে কর্তৃপক্ষ তথা সরকারের উপর, শিক্ষার্থীদের ওপর নয়। সুতরাং মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য ২০০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজী চালু করা হোক বা সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা (বিশেষ করে বাংলা ও ইংরেজী) একই রকম সিলেবাস দ্বারা পরিচালিত হোক- এ দাবী না করে ২০০ নম্বরের বাংলা, ইংরেজী না থাকাকে ভর্তির জন্য অযোগ্যতা হিসেবে চিহ্নিত করা বিবেচনাপ্রসূত নয়। বরং এটি প্রমাণ করে, মূলত মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের এই ধরনের ভাল বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করার জন্যই এটি করা হচ্ছে। আর ঢাল হিসেবে তাদের দুর্বলতা ২০০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজী না থাকাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। মাদ্রাসা থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের মতে মাদ্রাসা থেকে এখন অনেক বেশী শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাচ্ছে। কেউ কেউ সাংবাদিকতাসহ কলেজ শিক্ষার্থীদের চেয়ে ভাল ফল করছে। ফলে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যাওয়ার ভয়ে কলেজ থেকে আসা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা এ ধরনের সংকীর্ণ শর্ত আরোপ করে তাদের ঠেকিয়ে রাখছে। এ বিষয়টি একজন কলেজ ছাত্রের জন্য মারাত্মক অবমাননাকর বলে কয়েকজন কলেজ-ছাত্র অভিমত ব্যক্ত করেছে। এভাবে একজন মেধাবী ছাত্রের স্বপ্ন পূরণে বাধা দেওয়া ঠিক নয়। মাদ্রাসা ছাত্ররা ইউনিভার্সিটিতে আসতে পারবে কিন্তু বিশেষ বিশেষ সাবজেক্টে ভর্তি হতে পারবে না- এমনটি কারও কাম্য হতে পারে না। সচেতন মহলের ধারণা, এর ফলে যে কোন সময় একটি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ কিছু সাবজেক্টে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তি হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে অন্যান্য সাবজেক্টগুলোতে মাদ্রাসা ছাত্রদের আধিক্য বেড়ে যাবে। একদিকে শুধু কলেজ ছাত্র অন্যদিকে খুব বেশীসংখ্যক মাদ্রাসা ছাত্রের বিচরণ শিক্ষাক্ষেত্রে, পেশাগত ক্ষেত্রে ভারসাম্য বিনষ্ট করবে, বহুমুখিতা ও গতিশীলতা হ্রাস পাবে। সুতরাং বৈষম্য না করে বাংলা ও ইংরেজী, সাংবাদিকতাসহ সব সাবজেক্টে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মেধাবী ছাত্রদের সুযোগ দেয়া উচিত- তা সে কলেজ থেকে আসুক আর মাদ্রাসা থেকে আসুক। সাথে সাথে মাদ্রাসা শিক্ষায় বাংলা ও ইংরেজী ২০০ নম্বরের হওয়াও দরকার বলে সচেতন মহল মনে করে।

❑ মোঃ ইয়াসিন আলম

ঢাবি থেকে।